

ট্র্যাপ

কাজী জহিরুল ইসলাম

ওর নাম জয়নব। চ্যপ্টা নাক, কোঁকড়ানো চুল মাথার ওপরে বুটি বাঁধা
কুচকুচে কালো মেয়ে। বাড়ি বুরকিনা ফাসো, দুই পুরুষের বাস আবিদজান শহরে
এগিয়ে এসেই হাত ধরলো শফির। শফি উঠে গেল
টানতে টানতে দীর্ঘাঙ্গী মেয়েটি ওকে নিয়ে গেল বিচে,
আটলান্টিকের জলে। শফি, আমাদের বন্ধু। আরবীয় গাত্রবর্ণ
ইথরেজরা ওকে হয়ত কালোই বলবে, ওরাতো চীনাদেরও শাদা বলে না।
কিন্তু আমাদের কাছে শফি এক ধবধবে শাদা পুরুষ
টিকালো নাক, খাঁটি এ্যরিয়ান, বাড়া ছয়ফুট লম্বা
চিৎকার করে ডাকলো সবাই ওকে, ‘যেও না, যেও না
ট্র্যাপ হতে পারে। বিপদে পড়বে, সব কেড়ে নেবে
খাঁটি আফ্রিকান মেয়ে, বুঝবে ঠালা’
শফি তখন চৌম্বক পদার্থ, চুম্বকের টানে ছুটছে
বন-বাঁদাড়, ঝোপ-জঙ্গল, বালু-কংকর ভেঙ্গে চুম্বকের পেছন পেছন
মেয়েটি ওকে নিয়ে ঢেউয়ের ওপর ঝিনুক হলো, ভাঁজ খুলে দিল
ওর পরনেও আর সকলের মতোই টিপিফাল, অতি সংক্ষিপ্ত বিচ কম্‌স্টিউম
ওর পেন্টির ভেতরে বালু ওর ব্রার ভেতরে বালু আর শফির এক জোড়া চোখ
(কিছুক্ষণ পরে একজোড়া কিংবা একটি ক্রিয়াশীল হাত হয়তোবা)
ফনা তোলা ঢেউ এসে ওদের দু’জনকে ভিজিয়ে দিল। সারা গায়ে লবনের ফেনা
মেয়েটি এবার গল্প বলতে শুরু করলো। ওর জীবনের গল্প।
ওর কষ্টের গল্প। তিন মাসের সন্তান ব্যবরশন হয়ে গেছে।
ওর পুরুষ বন্ধু ওকে ফেলে চলে গেছে অন্য একটি ফলবতী মেয়ের কাছে।
ও আর কোনোদিন মা হতে পারবে না। ও এখন ডিমের খোসা।
আইভরিয়ান পুরুষ ওকে ছোবে ঠিকই কিন্তু ঘরে নেবে না।
এরপর মেয়েটি ঝাপিয়ে পড়লো শফির লোমশ বুকের ওপর
তুমিতো পিস কিপার। জাতিসংঘের শান্তিরক্ষী। আমাকে শান্তি দাও।
আমাকে একটি সন্তান দাও।

শফি ট্র্যাপ থেকে ফিরে এলে ওর ওপর আমরা ঝাপ দেই।

আবিদজান, আইভরিকোস্ট

৪ এপ্রিল, ২০০৬